সংবাদ

তারিখ 10 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম 2

লালপুরে আলো ছড়াচ্ছে প্রতিবন্ধী স্কুল 'ছায়া'

প্রতিনিধি, লালপুর (নাটোর)

'বিশেষ শিশু বিশেষ অধিকার' এই মূলমন্ত্র নিয়ে মানবতার এক অবিস্মরণীয় কাজ করছে লালপুর উপজেলার মোহরকয়া গ্রামের 'ছায়া'। ওদের বয়স কারো ৮, কারো ১০, কারো ১৬/১৭, এমন কি কেউ আরো বেশি বয়সের। কেউ দৃষ্টি, কেউ বাক, কেউ শারীরিক আবার কেউ বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। সবাই একসাথে বসে শৃঙ্খলভাবে পড়া লেখা শিখছে, ওরা সবাই দুস্থ ও গরিব পরিবারের প্রতিবন্ধী সন্তান। এটি নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার মোহরকয়া ছায়া প্রতিবন্ধী অটিস্টিক বিদ্যালয়। নাটোর জেলা সদর থেকে ৪৫ কিমি লালপুর থানা সদর থেকে ৩ কিমি দূরে লালপুর বিলমাড়ীয়া সড়কের পার্শ্বে মোহরকয়ায় ২০১৫ সালে দাতাদের জমি দানের মাধ্যমে নিজস্ব ভাবন নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বেঞ্চে বসে শৃঙ্খলভাবে প্রায় ২শ ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষকদের সাথে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করছে। ১৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মচারী বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে পাঠ দান করে যাচ্ছেন। সমাজের বৃত্তবান দানশীল ও বেসরকারী দাতাদের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতায় ১০ শতাংশ জমির উপরে ৮ কক্ষ বিশিষ্ট আধাপাকা ঘরে সকাল ৯টা থেকে ২টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। এতে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনতে বিশেষজ্ঞ দল এর সমন্বয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়ন, দক্ষ ও পর্যায়িত বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক মূল্যায়নের পর প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক-পৃথক ভাবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করে প্রশিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শ্রেণী কক্ষেই কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে সেনসরি ইনটিগ্রেশন থেরাপি এবং স্পিচ ল্যাংগুয়েজ থেরাপি দেয়া, প্রতিবন্ধী শিশুদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ব্যাবস্থা, প্রত্যেক শিশুকে ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার চালনা, মোম তৈরি, টাইপিং, বেকারী, ব্লক, বাটিক, কাটিং, ও সেলাই প্রশিক্ষণ সহ মনস্তাত্ত্বিক ও দক্ষতা যাচাই বাছাই করে প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে পরিদর্শন করে যত সামান্য অনুদান প্রদান করেছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এম এম সুলতান মাহামুদ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মোঃ মখলেছুর রহমান, নাটোর-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, নাটোর জেলা প্রশাসক মোঃ খলিলুর রহমান, সেবী সংস্থা, এক্সিম ব্যাংক, মনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ, প্রাকীর্তি ফাউন্ডেশন, জেলা পরিষদ নাটোর, লালপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ, সুইড বাংলাদেশ। প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। অস্থায়ীভাবে দাতাদের অনুদানে অত্যন্ত মানবেতর ভাবে প্রতিষ্ঠানটি চলছে।

প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ সিমানুর রহমান জানান, প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনতে হলে মনোবিজ্ঞানী, ডাক্তার, থেরাপি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ, পরিবহন, ডিজিটাল মালটিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া ব্যাহত হচ্ছে। এই মহতি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে সমাজের বিত্তবান, দানশীল ও সরকারি বেসরকারি দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেলে উপজেলার একমাত্র ছায়া প্রতিবন্ধী অটিস্টিক বিদ্যালয়টি আলো ছড়াবে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে। হাসি ফুটবে, প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতার মুখে। এমনি প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।